কলকাতার হাইকোর্টে
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ারে উচ্চ
আপিল পক্ষ

উপস্থিত:-　　মাননীয় বিচারপতি মো. নিজামউদ্দিন

২০২৩ সালের ডবলুপিএ নং ১৯৪৬৩

মেসার্স আরামভা কর্পোরেশন এবং অন্যান্য

বনাম

অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্য	**:-**	**বরিষ্ঠ আইনজীবী শ্রী এ. মজুমদার আইনজীবী শ্রী ডিএন শর্মা আইনজীবী শ্রী সৌরভ বাগরিয়া আইনজীবী শ্রী শৈলেন্দ্র জৈন আইনজীবী শ্রী সৌম্য কেজরিওয়াল**
৬ নং উত্তরদাতার জন্য	**:-**	**আইনজীবী শ্রী অমিতাভ মিত্র আইনজীবী শ্রীমতি অন্তরা চৌধুরী**
সিজিএসটি কর্তৃপক্ষের জন্য	**:-**	**আইনজীবী শ্রী কে.কে. মাইতি আইনজীবী শ্রী তপন ভাঞ্জ**
রাজ্যের জন্য	**:-**	**বিজ্ঞ সরকারি আইনজীবী শ্রী অনির্বাণ রায় আইনজীবী শ্রী মো. টি.এম. সিদ্দিকী আইনজীবী শ্রী টি. চক্রবর্তী আইনজীবী শ্রী এস. সান্যাল**
ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য	**:-**	**আইনজীবী শ্রী স্মিতা দাস দে**
আদেশের তারিখ	**:-**	**২১.১২.২০২৩**

বিচারপতি, মো. নিজামুদ্দিন

শুনেছি বিজ্ঞ আইনজীবীদের পক্ষের পক্ষে হাজিরা দিতে এবং বিবেচনা করা হলফ-নামা, পক্ষগুলির দ্বারা দায়েরকৃত যুক্তির লিখিত নোট এবং তাদের দ্বারা নির্ভর করা উদ্‌ধৃতিগুলি।

আবেদনকারী এই রিট পিটিশনটি দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী নং ১/পার্টনারশিপ ফার্মের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অস্থায়ী সংযুক্তির অস্থায়ী আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, ২২ মার্চ, ২০২৩ তারিখে, উত্তরদাতা নং দ্বারা পাস করা সিজিএসটি আইনের, ২০১৭-এর ধারা ৮৩-এর অধীনে। ১/অতিরিক্ত মহাপরিচালক, ডিজিজিআই, গুয়াহাটি, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (ব্যাঙ্ক এ/সি নং ৫০২০০০৫২৪২৬৪৭১) উত্তরদাতা নম্বরের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। ৬ (এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, কলকাতা)।

এই রিট পিটিশনের সাথে জড়িত প্রধান বিষয়গুলি যা বিবেচনা করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

(i) এই আদালত ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে আঞ্চলিক এখতিয়ার পেয়েছে কি না, অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্তৃক পাস করা সিজিএসটি আইন, ২০১৭-এর ধারা ৮৩-এর অধীনে ২২.০৩.২০২৩ তারিখের অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এই রিট পিটিশনটি শুনানির জন্য। ডিজিজিআই, গুয়াহাটি/ উত্তরদাতা নং ১ আবেদনকারী নং ১-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অস্থায়ী সংযুক্তি করা যা কলকাতায় একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি যিনি এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, কলকাতায় রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন?

(ii) মামলার সত্যতা ও পরিস্থিতিতে উত্তরদাতা নং ১ কি না ১ নম্বর আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অস্থায়ী সংযুক্তির জন্য সিজিএসটি আইনের ধারা ৮৩-র প্রয়োগ করার এখতিয়ার রয়েছে, কোন কার্যক্রম শুরু না করে বা ফার্ম/আবেদনকারী নং ১-এর বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম মুলতুবি থাকা ছাড়া, যা একটি অংশীদারি প্রতিষ্ঠান যার উত্তরদাতা নং ৩ তার অংশীদারদের মধ্যে একজন যার বিরুদ্ধে অন্যান্য সত্ত্বার তদন্তের সময় দোষী নথি পাওয়া গেছে যাতে আবেদনকারী নং ৩ একজন অংশীদার হয়?

(iii) সিজিএসটি আইনের, ২০১৭-এর ধারা ১২২ (১) , ১২২ (১ক) সহ-পঠিত সিজিএসটি বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ১৫৯ (৫)-এর পরিপ্রেক্ষিতে, সিজিএসটি আইনের ধারা ৮৩-এর অধীনে অস্থায়ী সংযুক্তির অপ্রকৃত আদেশ বৈধ এবং যুক্তিসিদ্ধ কিনা?

এই মামলায়ে জড়িত তথ্য, সংক্ষেপে আবেদনকারী নং ১ অংশীদারি প্রতিষ্ঠান এবং আবেদনকারী নং ২ এবং ৩ এর অংশীদার এবং আবেদনকারী নং ১ হল জিএসটি, পশ্চিমবঙ্গ (কোলকাতার গিএসটি নম্বর ১৯এবিএইচএফএ৩৬২৮সি১যেদও) এর অধীনে মূল্যায়ন করা একজন নিবন্ধিত করযোগ্য ব্যক্তি। আবেদনকারী নং . ১ [পিএএন নং এবিএইচএফএ৩৬২৮সি] কলকাতায় ব্যবসার প্রধান স্থান রয়েছে এবং একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বজায় রাখা হয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে কলকাতায়, ১১ নম্বর, ডাক্তার. ইউ.এন.ব্রহ্মচারী স্ট্রীট শাখা, কলকাতা।

আবেদনকারীরা অস্থায়ী ক্রিয়াকলাপ এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন সিজিএসটি আইনের ধারা ৮৩-এর অধীনে সংযুক্তি প্রধানত এই ভিত্তিতে যে গিএসটি আইনের XII, XIV এবং XV অধ্যায়ের অধীনে প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্ববর্তী শর্ত বর্তমান ক্ষেত্রে অনুপস্থিত এবং কোনও নোটিশ/প্রক্রিয়া কখনও শুরু হয়নি এবং / অথবা মুলতুবি রয়েছে সিজিএসটি আইনের ধারা ৮৩(১)-এর মেয়াদে উল্লিখিত অধ্যায়গুলির অধীনে আবেদনকারী নং ১-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার মতো জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এবং জমা দেয় যে আইনের ধারা ৮৩ এর অধীনে অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা কেবলমাত্র সামান্য এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হবে এবং জাদুকরী শিকার অভিযানের জন্য একটি হাতিয়ার হিসাবে এবং অনুমান এবং অনুমান এবং অনুমান এবং অনুমানের ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাবে না।

দরখাস্তকারী দাখিল করেন যে মতামত গঠন স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে অস্থায়ী সংযুক্তির অপ্রস্তুত আদেশটি আইনের অধ্যায়- XII, XIV এবং XV-এর অধীন কোনও কার্যক্রম মুলতুবি থাকা ছাড়াই নেওয়া হয়েছিল। ফর্ম জিএসটি ডিআরসি ২২-এ সংযুক্তির অস্থায়ী আদেশটি আইনত অপ্রমাণিত কারণ এটি অপ্রকাশিত সংযুক্তি আদেশ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে যা সিজিএসটি বিধিমালার বিধি ১৫৯ (১)-এর অনুসারে যথাযথ বিন্যাসে নেই।

আবেদনকারী দাখিল করেন যে সিজিএসটি বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ১৫৯-এর উপ-বিধি (১) এবং (২) বিধিবদ্ধভাবে এখতিয়ার-পূর্ণ কমিশনার হওয়ার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে শুধুমাত্র ফর্ম জিএসটি ডিআরসি - ২২-এ অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশ জারি করতে হবে এবং অন্যথায় নয়। সিজিএসটি বিধিগুলির ১৫৯ বিধিতে করা সংশোধনী যা ১ জানুয়ারি, ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে তার জন্য বিধিবদ্ধভাবে আরটিপি-তে অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশের একটি অনুলিপি প্রদান করতে সক্ষম কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন। আবেদনকারী দাখিল করেছেন যে ২২ মার্চ, ২০২৩ তারিখের অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করবে যে অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশটি জিএসটি ডিআরসি - ২২ ফর্মে জারি করা হয়নি এবং এটিকে আরটিপিতে সরবরাহ করা হয়নি।

পিটিশনকারী জমা দিয়েছেন যে জিএসটি ডিআরসি-২২ হওয়া সংবিধিবদ্ধ ফর্ম থেকে এটি প্রদর্শিত হবে যে অধিক্ষেত্র কমিশনার বা তার প্রতিনিধিকে অস্থায়ী সংযুক্তি জারি করার তারিখ অনুসারে বিচারাধীন কার্যক্রমের প্রকৃতি প্রকাশ করতে হবে।

২২ শে মার্চ, ২০২৩ তারিখের অপ্রস্তুত আদেশ সিজিএসটি আইনের অধ্যায়- XII, XIV এবং XV-এর অধীন কোনো কার্যক্রমের মুলতুবি থাকা প্রকাশ করে না।

আবেদনকারী দাখিল করেন যে অস্থায়ী সংযুক্তির অপ্রকৃত আদেশ হল একটি আদেশ যা সিজিএসটি আইনের ধারা ১২২ (১ক) এর অধীনে কোনও আরটিপি বা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিকূল দেওয়ানী বা খারাপ পরিণতির জন্য দায়ী। অতএব, বিধান এবং ফর্ম কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। আবেদনকারীর মতে তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে অনুপস্থিত আইনের ধারা ১২২ (১ক) এ নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ জারি করার জন্য যেখানে আদেশ জারি করতে চাওয়া হয় সেক্ষেত্রে গিএসটি ডিআরসি - ২২-এ বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আবেদনকারী দাখিল করেন যে রিট পিটিশনের চূড়ান্ত শুনানির পর্যায়ে, রাজস্বের পক্ষ থেকে এই মাননীয় আদালতের সামনে মামলাটি প্রচারের জন্য মরিয়া চেষ্টা করা হয়েছিল যে রিট পিটিশনের বিরুদ্ধে অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে আইনের ধারা ১২২ (১ক)-এর উল্লেখিত একজন ব্যক্তি হিসাবে।

আবেদনকারী দাখিল করেন যে যেহেতু অপ্রত্যাশিত আদেশটি কোনোভাবেই নির্দেশ করে না যে রিট আবেদনকারীকে আইনের ধারা ১২২ (১ক)-এ নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, তাই সংযুক্তির অস্থায়ী আদেশ আইনের দৃষ্টিতে এটি ফরম জিএসটি ডিআরসি-২২তে নির্ধারিত বিন্যাসে জারি করা হয়নি।

আবেদনকারী দাখিল করেন যে এমনকি হলফ-নামা-বিপক্ষে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে রিট আবেদনকারীকে আইনের ধারা ১২২ (১ক) এ নির্দিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে৷

আবেদনকারী দাখিল করেন যে রিট আবেদনকারীকে কলকাতা কমিশনারেটের এখতিয়ারের মধ্যে আরটিপি হওয়ার কারণে অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশের অধীন হতে পারে না, শুধুমাত্র এই কারণে যে এর একজন অংশীদার অন্যান্য আরটিপি বা অন্যান্য সত্তার বিষয়ে তদন্তের মধ্যে রয়েছে এবং রিটের সাথে কোনও উপায় আবেদনকারী ফার্ম সংযুক্ত নয়।

আবেদনকারী দাখিল করেছেন যে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, গুয়াহাটি জোনাল ইউনিটের কাছে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশ জারি করার আঞ্চলিক এখতিয়ার নেই যিনি একচেটিয়াভাবে কলকাতা কমিশনারেটের অধীনে আরটিপি এবং অন্য কোনও কমিশনারেটের অধীনে নয় এবং প্রকৃতপক্ষে, সতর্কতা বিজ্ঞপ্তির উপর নির্ভর করে এবং হলফনামা-ইন-বিরোধিতার সাথে সংযুক্ত করা স্পষ্টভাবে গুয়াহাটি জোনাল ইউনিটকে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশ জারি করার অনুমতি দেয় না। সতর্ক নোটিশের সংযুক্তি "সি"-এর অন্যান্য এখতিয়ারের সাথে সম্পর্কিত ১৪৯৪ কথিত প্রাপ্ত ইউনিটের তালিকায় আবেদনকারীর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সতর্কতা বিজ্ঞপ্তিটি ভারতের সিজিএসটি কর্তৃপক্ষ এবং ডিগিগিআই কর্তৃপক্ষের অধীনে সমস্ত কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করা হয়েছে। সতর্কতা বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৫ অনুচ্ছেদ করার পরে এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করবে যে গুয়াহাটি ইউনিট অভিযুক্ত লেনদেনগুলি এখতিয়ার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে যাতে এখতিয়ার কর্তৃপক্ষ যথাযথ তদন্ত করতে পারে এবং সরকারী রাজস্ব রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

আবেদনকারী জমা দিয়েছেন যে গিএসটি বিভাগের ওয়েবসাইটে সংস্থার কাঠামো / এখতিয়ার চার্ট নিজেই দেখায় যে গুয়াহাটি জোন এবং কলকাতা জোনের জন্য ডিগিগিআই-এর এখতিয়ার আলাদা এবং সারা ভারতে এখতিয়ার নেই।

আবেদনকারী দাখিল করেন যে রিট আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য। উপরন্তু, এমনকি রাষ্ট্রের মধ্যে সংগৃহীত মামলার একটি ভগ্নাংশ, সেই রাজ্যের আদালতের আবেদনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে। উচ্চ আদালতের এখতিয়ার থাকবে যদি কর্মের কারণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আঞ্চলিক সীমার মধ্যে উদ্ভূত হয় এবং তার বিরোধের সমর্থনে নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করে:

(ক) রেজেন্দ্র চিঙ্গারাভেলু - (২০১০) ১ এসসিসি ৪৫৭ (অনুচ্ছেদ ৯ এবং ১০)

(খ) ওম প্রকাশ শ্রীবাস্তব বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন- (২০০৬) ৬ এসসিসি ২০৭(অনুচ্ছেদ ৭ ও ৮)

(গ) রাধে শ্যাম পান্ডে বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন ৬ এপ্রিল, ২০২২ তারিখে২০২১ সালের ডবলুপিএ ১০৬৬৮ (অনুচ্ছেদ ৫)

(ঘ) নাওয়াল কিশোর শর্মা – (২০১৪) ৯ এসসিসি ৩২৩৯ (পঅণুচ্ছেদ ৯ থেকে ১৫)

(ঙ) শ্রী পাঙ্কর পানওয়ার বনাম ললিত কলা অ্যাডেমি ও অন্যান্য ২০১৪ এসসিসি অনলাইন কলকাতা ১৪১৫৪ (অণুচ্ছেদ ৩,২৩,২৮,৩৪)এ রিপোর্ট করা হয়েছে

আবেদনকারী দাখিল করেছেন যে ২২ মার্চ, ২০২৩ তারিখের অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশটি উত্তরদাতার দ্বারা সিজিএসটি আইনের ৮৩ ধারার অধীনে পাস হয়েছে

আবেদনকারী দাখিল করেন যে ২২ মার্চ, ২০২৩ তারিখে উত্তরদাতা নম্বর ১ দ্বারা সিজিএসটি আইনের ধারা ৮৩-এর অধীনে পাস করা অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশটি সম্পূর্ণ বেআইনি, স্বেচ্ছাচারী, বিকৃত, আইনের পরিপন্থী এবং সম্পূর্ণরূপে এখতিয়ার ছাড়াই এবং এটি বাতিল এবং/অথবা দায়বদ্ধ। উত্তরদাতাদের কাছে একটি নির্দেশনা দিয়ে সরাইয়া রাখুন যে অবিলম্বে আবেদনকারী নম্বর ১-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটি উত্তরদাতা নম্বর ৬ (আইচসিএফসি ব্যাংক লিমিটেড., কলকাতা)-এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে ।

বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী মজুমদার, আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অপ্রকৃত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে নিম্নরূপ জমা দিয়েছেন:

(i) ২২.০৩.২০২৩ তারিখের সংযুক্তির অপ্রত্যাশিত আদেশটি সিজিএসটি আইনের ধারা ৮৩ লঙ্ঘন করে জারি করা হয়েছে যেহেতু অধ্যায় - XII, XIV এবং XV এর অধীনে পূর্ববর্তী শর্ত অনুপস্থিত এবং এইভাবে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর উপর এখতিয়ার গ্রহণ করতে পারে না।
(ii) ০৭.০৯.২০২২ তারিখের সতর্কতা বিজ্ঞপ্তি উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে এখতিয়ারের বাইরের কোনও সত্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করার অনুমোদন দেয় না।
(iii) মতামত গঠন স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে উক্ত আইনের অধ্যায় - XII, XIV এবং XV-এর অধীন কোনও কার্যক্রম মুলতুবি থাকা ছাড়াই প্রশ্নবিদ্ধ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের অস্থায়ী সংযুক্তি নেওয়া হয়েছিল।
(iv) শুধুমাত্র একজন অংশীদারের তদন্তের মধ্যে থাকার কারণে আবেদনকারী ফার্মকে তদন্তের আওতায় আনা যাবে না।
(v) রাধা কৃষ্ণনের সিদ্ধান্তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করার শর্তটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে।
(vi) অস্থায়ী সংযুক্তি আইনের দৃষ্টিতে নয় কারণ এটি শুধুমাত্র ফর্ম গিএসটি ডিআরসি-২২-এর অধীনে জারি করতে হবে।

তার বিরোধের সমর্থনে আবেদনকারী সিদ্ধিবিনায়ক কেমটেক – বনাম- প্রিন্সিপাল কমিশনার, সিজিএসটি: ২০২৩ এসসিসি অনলাইন দিল্লি ২৯১৩-এর মামলায়ে মাননীয় দিল্লি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

আবেদনকারী রাধা কৃষ্ণান ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে অস্থায়ী সংযুক্তির অপ্রস্তুত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই মাননীয় আদালতের সামনে রিট পিটিশন জমা দিয়েছেন। হিমাচল প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য (২০২১) ৬ এসসিসি ৭৭১ এবং দাখিল করা যে রাধা কৃষাণ ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট (সুপ্রা) জিএসটি আইনের ধারা ৮৩ এর কনট্যুর এবং পরিধিকে বিশেষভাবে করেছে এবং ব্যাখ্যা করেছে। যেখানে এটি ছিল একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সহ একটি করযোগ্য ব্যক্তির সম্পত্তির অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা কঠোর প্রকৃতির এবং ক্ষমতার বৈধ প্রয়োগের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত শর্তগুলি কঠোরভাবে পূরণ করতে হবে।

রিট পিটিশনের উত্তরদাতাদের বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে রিট পিটিশন এই মাননীয় আদালতের সামনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় কারণ বিবাদী কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ এই রিট আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে এবং তার বিরোধের সমর্থনে নির্ভর করে বম্বায় স্নাফ প্রাইভেট লিমিটেড - বনাম- ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, রিপোর্টা২০০৬ (১৯৪) ইএলটি ২৬৪ (দিল্লি) -এর মামলায় মাননীয় দিল্লি হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত।

উত্তরদাতা দাখিল করেন যে সর্বশ্রী বিশাল মেটাল অ্যান্ড মাইনিং লিমিটেড এবং সর্বশ্রী এনআরএস স্টিল ট্রেডার্স বিষয়ে তদন্ত চলাকালীন কলকাতায় তার ব্যবসার ঘোষিত প্রধান স্থানে অনুসন্ধানের মাধ্যমে, আবেদনকারী সর্বশ্রী আরামভা কর্পোরেশনের সাথে সম্পর্কিত নথি এবং নথিপত্র উদ্ধার করা হয়েছে এবং এটাও পাওয়া গেছে যে আবেদনকারীর কলকাতায় অন্যদের মতো একই ব্যবসার প্রধান স্থান রয়েছে।

উত্তরদাতারা আরও জমা দেন যে পিটিশন নং ১ একটি অংশীদারি সংস্থা এবং এর দুই অংশীদার হলেন শ্রী ওম শর্মা এবং শ্রী বিশাল জৈন। ওম শর্মা এবং বিশাল জৈন একাধিক সংস্থায় বিভিন্ন পোর্টফোলিও ধারণ করছেন।

সর্বশ্রী বিশাল মেটাল এন্ড মাইনিং লিমিটেড কোম্পানিতে পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত আছেন শ্রী বিশাল জৈন এবং সর্বশ্রী এনআরএস স্টিলে-এর অংশীদার পাশাপাশি অংশীদার সর্বশ্রী আররামভা কর্পোরেশনে।

উত্তরদাতারা জমা দিয়েছেন যে শ্রী বিশাল জৈন তার ০২.০২.২০২৩ তারিখের বিবৃতিতে জমা দিয়েছেন যে সমস্ত উল্লিখিত সংস্থাগুলি আসলে পরিচালক বা অংশীদার হিসাবে তার দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তার পিতা শ্রী অশোক কুমার জৈন দেখাশোনা করেন৷ শ্রী ওম শর্মা যিনি পিটিশন নং ১/ ফার্মের একজন অংশীদার, তিনি ০২.০২.২০২৩, ২১.০৩.২০২৩ এবং ১৫.০৫.২০২৩ তারিখের সমনের জবাব দেননি।

উত্তরদাতারা দাখিল করেন যে, আবেদনকারী/সর্বশ্রী আরামভা কর্পোরেশন সহ উপরোক্ত ফার্মগুলোর তদন্ত থেকে এটি প্রকাশ করেছে যে এই সমস্ত সংস্থাগুলি আসলে শ্রী অশোক কুমার জৈন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং উক্ত সত্যটি শ্রী অশোক কুমার জৈন স্বীকার করেছেন। আবেদনকারীরা হলেন সর্বশ্রী আরামভা কর্পোরেশন কোনো পণ্যের প্রকৃত রসিদ ছাড়াই চালানের শক্তিতে ৫৭,৪৫,৬১৯/- টাকার অযোগ্য আইটিসি গ্রহণ করেছে। জাল/অবিদ্যমান সংস্থাগুলি থেকে দরখাস্তকারীরা ১,৫১,৯৩,৮০০/- টাকার প্রকৃত আইটিসি ইস্যু করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং জাল ইনপুট ক্রেডিট নেওয়া এবং পাস করা উভয় ক্ষেত্রেই জড়িত মোট পরিমাণ হল ২,০৯,৩৯,৪১৯/- টাকার।

উত্তরদাতারা দাখিল করেন যে, এর পরিমাণ ৫৭,৪৫,৬১৯/- টাকা দুটি অ-অস্তিত্বশীল ফার্মে পাস করা হয়েছিল যথা মেসার্স . ম্যাজেস্টাম সেলস প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড এবং মেসার্স নকুল এন্টারপ্রাইজ যেটি শ্রী আনন্দ সরফ দ্বারা পরিচালিত এবং পরিচালিত হয়েছিল যিনি এই সত্যটি স্বীকার করেছিলেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

উত্তরদাতারা জমা দেন যে প্রতারণামূলক ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট যার পরিমাণ ১,৫১,৯৩,৮০০/-টাকা সর্বশ্রী এ.বি. ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড কে দেওয়া হয়েছিল ৭৮টি চালানের মাধ্যমে আবেদনকারীর দ্বারা পণ্যের একযোগে সরবরাহ ছাড়াই। উল্লিখিত সত্যটি আরএফআইডি ভিত্তিক ই-ওয়ে বিল বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যা সর্বশ্রী বিএসি ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারাও স্বীকার করা হয়েছে তদন্তের সময় বলেছেন যে আবেদনকারীদের দ্বারা জাল আইটিসি-এর অযোগ্য সুবিধার মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছিল ০৭.০৯.২০২২ তারিখের সতর্কতা বিজ্ঞপ্তিতে।

উত্তরদাতারা জমা দেন যে প্যান ইন্ডিয়ার এখতিয়ারে থাকা ডিগিগিআই-এর অফিসাররা জাল ফার্মগুলির সিন্ডিকেটের অপারেশন খুঁজে পেয়েছেন এবং যেমন ডিগিগিআই, গুয়াহাটি জোনাল ইউনিট গুয়াহাটি থেকে পদক্ষেপ শুরু করেছে। প্রজ্ঞাপন নং- ১৪/২০১৭ - ০১.০৭.২০১৭ তারিখে কেন্দ্রীয় কর এবং ১৭.০৫.২০১৮ তারিখের নির্দেশিকা এবং সেইসাথে ২২.০৬.২০২০ তারিখের স্পষ্টীকরণ এবং সিজিএসটি আইন, ২০১৭-এর ধারা ৬ (১) অনুসারে ডিগিগিআই-এর আধিকারিকরা, গুয়াহাটির কেন্দ্রীয় আধিকারিকের অধীনে প্রদত্ত তাদের জোনের বাইরে করদাতাদের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য ডিগিগিআই-এর অফিসারদের আলাদা কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই যে কোন রাষ্ট্রীয় করদাতার উপর।

উত্তরদাতারা জমা দিয়েছেন যে অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাল অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টরেট জেনারেল, গুয়াহাটি ধারা ৮৩ (১) এর অধীনে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সিজিএসটি আইনের ধারা ৩ (ঘ) এর অধীনে নিযুক্ত একটি মতামত গঠন করা হয়েছিল বাস্তব উপাদানের উপর ভিত্তি করে সরকারী রাজস্বের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে যা একটি অস্থায়ী সংযুক্তির আদেশ ছাড়া করা যেত না। আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করতে যাওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেখতে পেয়েছে যে আবেদনকারী জাল/অ-বিদ্যমান সংস্থাগুলির কাছ থেকে কোনও পণ্যের প্রকৃত রসিদ ছাড়াই আইটিসি পাওয়ার ক্ষেত্রে এবং সেইসাথে কোনও বাস্তব ছাড়াই অযোগ্য আইটিসি জারি করার ক্ষেত্রে খুব বেশি জড়িত মালের সরবরাহ যেমন এটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্তির জন্য মতামত দেওয়া হয়।

উত্তরদাতারা দাখিল করেন যে আইনের ধারা ৮৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে সিজিএসটি আইনের XII, XIV এবং XV অধ্যায়ের অধীন কোনো কার্যক্রম শুরু করার পরে কমিশনার মনে করেন যে সরকারি রাজস্বের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এটি প্রয়োজনীয় তাই করতে, তিনি লিখিত আদেশের মাধ্যমে, করযোগ্য ব্যক্তি বা আইনের ধারা ১২২-এর উপ-ধারা (১ক) তে উল্লেখিত যে কোনো ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সহ যে কোনো সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করতে পারেন, যেভাবে নির্ধারিত হতে পারে।

XII অধ্যায় মূল্যায়ন প্রদান করে;

চতুর্দশ অধ্যায় পরিদর্শন, অনুসন্ধান, আটক এবং গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করে;

অধ্যায় XV চাহিদা এবং পুনরুদ্ধার প্রদান করে;

উত্তরদাতারা জমা দেন যে অনুসন্ধান ও পরিদর্শনের সময় আবেদনকারীর কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত নথি এবং নথিগুলি পাওয়া গেছে যা আবেদনকারীদের দ্বারা অযোগ্য ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে, এইভাবে আইনের ধারা ৮৩ অনুসারে, উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ অস্থায়ীভাবে অগ্রসর হয়েছে রাজস্বের সুদের জন্য আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করুন। উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষও সিজিএসটি আইনের ধারা ১২২ (১ক) অনুযায়ী আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করার অধিকারী যা উক্ত আইনের ধারা ৮৩ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরদাতারা জমা দেন যে ০১.০৭.২০০১৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে সেই সাথে ০৭.০৫.২০১৮ তারিখের নির্দেশিকা এবং ২২.০৬.২০২০ তারিখের স্পষ্টীকরণ যা স্পষ্টভাবে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেওয়ার এখতিয়ার প্রদান করে এবং যেমন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করা আইনত এবং বৈধ এবং এখতিয়ারের মধ্যে।

উত্তরদাতারা জমা দেন যে ফর্ম জিএসটি ডিআরসি - ২২ আইন অনুসারে এবং আইনে নির্ধারিত প্রফর্মা অনুসারে জারি করা হয়েছে। উল্লিখিত নির্ধারিত প্রোফর্মার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত সংযুক্তি আদেশ জারি করা হয়েছে যা ২২.০৩.২০২৩ তারিখের সংযুক্তি আদেশ থেকে স্পষ্ট হবে যা জিএসটিডিআরসি- ২২ ফর্মের উল্লিখিত প্রফর্মার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুসারে।

উত্তরদাতারা জমা দেন যে সিজিএসটি বিধির বিধি ১৫৯ (৫) এর মেয়াদে, আবেদনকারীরা ২২.০৩.২০২৩ তারিখে এই ধরনের সংযুক্তির জন্য কোনো আপত্তি দাখিল করেননি এবং এইভাবে উল্লিখিত প্রতিকার না পেয়ে আবেদনকারীদের ফাইল করে সংযুক্তি আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার নেই। ৮ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে রিট পিটিশন, সংযুক্তির তারিখ থেকে প্রায় পাঁচ মাস দীর্ঘ ব্যবধানের পরে কোনো বিলম্ব না করে ব্যাখ্যা করা হয়।

এর বিরোধের সমর্থনে উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী নির্ভর করে হনুমান এন্টারপ্রাইজের ক্ষমা-মলায়ে মাননীয় দিল্লি হাইকোর্টের একটি আদেশ ২০২৩ (৭৭) জিএসটিএল ৩২ (দিল্লী) রিপোর্ট করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে ডিজিজিআই যদি কোনও ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করার ক্ষমতা রাখে দেখা গেছে যে তিনি অন্য ব্যক্তির সাথে যুক্ত যেখানে উক্ত ব্যক্তি আবেদনকারী কোম্পানির পরিচালক এবং এটির বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মনে হয়৷ বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারী ফার্মের অংশীদাররাও বিভিন্ন কোম্পানি এবং ফার্মের সাথে যুক্ত এবং আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিবাদী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত এই ধরনের পদক্ষেপকে উক্ত আইনের ধারা ৮৩ এর অধীনে এখতিয়ার ছাড়া বা খারাপ বলে বোঝানো যাবে না।

ভারত পরিহার [২০২৩ (৭৫) জিএসটিএল ১২৯ (বম্বে)] মামলায় মাননীয় বম্বে হাইকোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে উত্তরদাতারা দাখিল করেছেন যে এটি সুস্পষ্টভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে ধারা ৮৩-এর উপ-ধারা (১) রাজস্বের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশনারকে করযোগ্য ব্যক্তি বা আইনের ধারা ১২২ (১ক) এ নির্দিষ্ট করা "যেকোন ব্যক্তি" সহ যে কোনো সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করার ক্ষমতা দেয়। নির্ধারিত করা মাননীয় হাইকোর্ট আরও বলেছে যে আইনের ধারা ১২২ (১ক)-এ বলা হয়েছে যে যে কোনো ব্যক্তি যিনি আইনের ধারা ১২১ (১) প্রকরণ (i, ii, iv বা x) এর অধীনে আচ্ছাদিত একটি লেনদেনের সুবিধা ধরে রেখেছেন এবং যার উদাহরণে এই ধরনের লেনদেন পরিচালিত হয় তার জন্য দায়ী থাকবে আইনের ধারা ৮৩ (১) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতায়ে কর ফাঁকি দেওয়া বা আইটিসি নেওয়া বা পাস করার সমতুল্য অর্থের জরিমানা এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, যিনি মহারাষ্ট্র জিএসটি কর্তৃপক্ষের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে নাও থাকতে পারেন।

উত্তরদাতারা আরও জমা দেন যে এই সিদ্ধান্তে মাননীয় বোম্বে হাইকোর্ট এটাও ধার্য করেছেন যে আইনের ধারা ৮৩-এর অধীনে কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার সম্পর্কিত ধারা ৮৩-এর উল্লিখিত বিধানগুলি সহ-পঠিত আইনের ধারা ১২২ (১ক)-এর সাথে ,হতে হবে এটিকে আইনের পরিপ্রেক্ষিতে পড়তে হবে, অর্থাৎ জিএসটি আইন। আইনের ধারা ১(২)-এর অনুযায়ী, সিজিএসটি আইনটি দেশের সর্বত্র জারি আছে।

সিজিএসটি আইনের ধারা ২(২৪)-এর অধীনে, আইনের ধারা ৮৩(২)-এর উদ্দেশ্যে সংজ্ঞায়িত কমিশনারের এখতিয়ার গঠনের ক্ষেত্রে এটি প্রাসঙ্গিক হবে। আইনের ধারা ১২২ (১ক) সহ ধারা ৮৩ (১)-এর অধীনে বিধানটি পড়া এটি প্রকাশ করে যে সিজিএসটি আইনের ধারা ১২২ (১ক)-এর সাথে পঠিত ধারা ৮৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশনারের ক্ষমতা থাকবে ধারা ১২২ (১ক) হিসাবে "যে কোনো ব্যক্তির"বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন যা বাধ্যতামূলক করে যে এমন ব্যক্তি তার এখতিয়ারের বাইরে থাকলেও। আবেদনকারী দাখিল করেন যে আইনের ধারা ১২২ (১ক) এবং ধারা ২ (২৪)-এর সাথে পঠিত ধারা ৮৩ (২)-এর যৌথ পাঠে প্রবাহিত আইনি স্কিমের অন্য কোন পঠন হতে পারে না, উপরন্তু, উল্লিখিত বিধানগুলির বিপরীত পাঠ আইন প্রণয়নের অভিপ্রায়কে পরাজিত করবে।

উত্তরদাতারা আরও জমা দেন যে ইন্দো - ইন্টারন্যাশনাল টোব্যাকো লিমিটেডের [২০২২ (৬৭) জিএসটিএল ৪০৩ (দিল্লি)] মামলায়ে মাননীয় দিল্লি হাইকোর্ট এ রিপোর্ট করেছে যে আহমেদাবাদ জোনাল ইউনিটকে কেন্দ্রীয় কর অফিসার হিসাবে প্যান ইন্ডিয়ার এখতিয়ার রয়েছে, এটিতে পাওয়া অভিযুক্ত সাধারণ থ্রেডের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত নিষিদ্ধ নয়।

উত্তরদাতা শ্রী রাধারমণ অ্যালয় প্রাইভেট লিমিটেডের [২০২১(৫২)জিএসটিএল ৫ (ওড়িশা)] মামলায়ে মাননীয় ওড়িশা হাইকোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এবং মেগ্না ওয়াইরস প্রাইভেট লিমিটেড -বনাম-ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [২০২১ (৫১) জিএসটিএল ৫ (পাঞ্জাব ও হরিয়ানা)] এর মামলায়ে মাননীয় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে রিপোর্ট এ আইনের একই প্রস্তাবে রিপোর্ট করেছে যে সিজিএসটি নিয়ম, ২০১৭-এর বিধি ১৫৯ (৫)-এর অধীনে বিকল্প প্রতিকার না পাওয়ায় রিট পিটিশন রক্ষণাবেক্ষণ যোগ্য নয় ।

সিদ্ধিবিনায়ক কেমটেক প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত প্রতিনিধি -বনাম- প্রধান কমিশনার, সিজিএসটি এবং অন্যান্য-এর রিপোর্ট করা হয়েছে ২০২৩ এসসিসি অনলাইন ২৯১৩-এ মাধ্যমে যে, মামলায়ে আবেদনকারীর উপর নির্ভরশীল মামলাগুলির পার্থক্য করার সময় বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উক্ত মামলায় আবেদনকারী কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংযুক্তি আদেশ প্রিন্সিপাল কমিশনার, সিজিএসটি, মিরাট কমিশনারেট দ্বারা পাস করা হয়েছে যার কোনো

আবেদনকারীর উপর এখতিয়ার নেই এবং উল্লিখিত রায়টি পণ্য ও পরিষেবা করের মহাপরিচালকের ক্ষমতার সাথে মোকাবিলা করেনি যার প্যান ইন্ডিয়ার এখতিয়ার রয়েছে এবং এই রায়ের অনুপাতটি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ একই মামলা করা হয়নি কমিশনারেটের ক্ষমতার সাথে যার আবেদনকারীদের উপর এখতিয়ার রয়েছে এবং উল্লিখিত আদেশটি একটি সম্মতি আদেশ।

উত্তরদাতাদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী ২০২১ সালে রিপোর্ট করা রাধা কৃষাণ ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে আলাদা করেছেন (৬) এসসিসি ৭৭১ আবেদনকারীর উপর নির্ভর করে দাখিল করে যে মাল ও পরিষেবা করের মহাপরিচালকের এখতিয়ার রয়েছে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের সাথে মোকাবিলা করা হয়নি যার সর্বভারতীয় এখতিয়ার রয়েছে সেইসাথে এই ক্ষেত্রে উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলি তাদের এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে উল্লেখিত সিদ্ধান্তটি বর্তমান মামলার বাস্তবতায় প্রযোজ্য নয়। অতএব, মাননীয় আদালত ন্যায়বিচারের স্বার্থে উক্ত রিট আবেদনটি খারিজ করে দিতে পারেন।

উপসংহারে পৌঁছানোর আগে সিজিএসটি আইন এবং নিয়মের বিধানগুলি যা আমার মতে প্রাসঙ্গিক এবং এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

"বিভাগ ১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং আরম্ভ

....

(২) এটি সমগ্র ভারতে বিস্তৃত।

...."

"ধারা ৬. নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যথাযথ কর্মকর্তা হিসাবে রাজ্য কর বা কেন্দ্রশাসিত করের কর্মকর্তাদের অনুমোদন

(১) এই আইনের বিধানগুলির প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই, রাজ্যের পণ্য ও পরিষেবা কর আইন বা কেন্দ্রশাসিত দ্রব্য ও পরিষেবা কর আইনের অধীনে নিযুক্ত কর্মকর্তারা এই আইনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত অফিস হতে অনুমোদিত, এই ধরনের শর্ত সাপেক্ষে সরকার, পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্ট করবে। "

ধারা ৮৩. কিছু ক্ষেত্রে রাজস্ব রক্ষা করার জন্য অস্থায়ী সংযুক্তি

(১) যেখানে, দ্বাদশ অধ্যায়, চতুর্দশ অধ্যায় বা চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীন কোন কার্যধারার সূচনা করার পর, কমিশনার রাজস্ব অভিমত পোষণ করেন যে, সরকারি রাজস্বের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এটি করা আবশ্যক, তিনি করতে পারেন, লিখিত আদেশ দ্বারা, অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করুন, যে কোনো সম্পত্তি, সহ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, করযোগ্য ব্যক্তি বা ধারা ১২২-এর উপ-ধারা (১ক) তে নির্দিষ্ট করা কোনো ব্যক্তির, যেভাবে নির্ধারিত হতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রদত্ত আদেশের তারিখ থেকে এক বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে এই জাতীয় প্রতিটি অস্থায়ী সংযুক্তি কার্যকর হবে না। "

"ধারা ১২২. কিছু অপরাধের জন্য শাস্তি।

(১) যেখানে একজন করযোগ্য ব্যক্তি যিনি-

(i) কোনো চালান ইস্যু ছাড়াই কোনো পণ্য বা পরিষেবা বা উভয়ই সরবরাহ করে বা এই ধরনের কোনো সরবরাহের বিষয়ে একটি ভুল বা মিথ্যা চালান জারি করে;

(ii) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিগুলির বিধান লঙ্ঘন করে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ ব্যতীত বা উভয়ই কোনও চালান বা বিল জারি করে;

....

....

(vii) এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধান লঙ্ঘন করে পণ্য বা পরিষেবার প্রকৃত প্রাপ্তি বা উভয়ই সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট গ্রহণ বা ব্যবহার করে;

....

....

(ix) ধারা ২০, বা এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলি লঙ্ঘন করে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেয় বা বিতরণ করে;

তিনি দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা ধারা ৫১-এর অধীন কর্তন না করা ট্যাক্সের সমপরিমাণ অর্থ বা ধারা ৫২-এর অধীন সংগৃহীত কর বা সংক্ষিপ্তভাবে সরকারকে পরিশোধ না করা বা কর্তন না করা ট্যাক্স দিতে দায়বদ্ধ থাকবেন। সংগৃহীত বা সংগৃহীত কিন্তু সরকারকে প্রদান করা হয়নি বা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া হয়েছে বা দেওয়া হয়েছে বা অনিয়মিতভাবে বিতরণ করা হয়েছে, বা প্রতারণামূলকভাবে দাবিকৃত ফেরত, যেটি বেশি।

(১ক) উপ-ধারা (১)-এর প্রকরণ (i), (ii) , (vii) বা (ix)-এর অধীনে আচ্ছাদিত কোনো লেনদেনের সুবিধা ধরে রেখেছেন এমন যে কোনো ব্যক্তি এবং যার উদাহরণে এই ধরনের লেনদেন করা হয়েছে, তিনি দায়বদ্ধ হবেন ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া বা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নেওয়া বা পাস করার সমতুল্য পরিমাণের জরিমানা। "

"সিজিএসটি বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ১৫৯:

১৫৯. সম্পত্তির অস্থায়ী সংযুক্তি

....

....

(৫) যেকোন ব্যক্তি যার সম্পত্তি সংযুক্ত করা হয়েছে, [ফর্ম GST DRC - ২২A-এ একটি আপত্তি দাখিল করতে পারেন] এই প্রভাবে যে সংযুক্ত সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য দায়ী ছিল বা নয়, এবং কমিশনার একটি সুযোগ দেওয়ার পরে,

আপত্তি দাখিলকারী ব্যক্তিকে শোনানো হচ্ছে, ফরম জিএসটি ডিআরসি - ২৩-এ একটি আদেশের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি ছেড়ে দিন। "

....

সিজিএসটি আইন এবং বিধিমালা, ২০১৭-এর অধীনে পক্ষগুলির জমা দেওয়া এবং আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিবেচনা করে, প্রাসঙ্গিক সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তিগুলি এবং পক্ষগুলির দ্বারা উদ্‌ধৃত রায়গুলি বিবেচনা করে আমি মনে করি যে এখনও পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে উত্তরদাতাদের আপত্তি আঞ্চলিক এখতিয়ারের অভাবের কারণে এই আদালতের সামনে রিট পিটিশন সংশ্লিষ্ট, সমর্থনযোগ্য নয় কারণ পদক্ষেপের কারণ একটি ঘটনা বহুল তথ্য এবং বর্তমান মামলার পরিস্থিতিতে আমি মনে করি যে এই আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ারের মধ্যে কর্মের কারণের অংশটি উত্থাপিত হয়েছিল যেহেতু কলকাতায় আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত করা হয়েছিল যদিও এটি গুয়াহাটির কোনও কর্তৃপক্ষের দ্বারা হতে পারে এবং এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে আবেদনকারী তিনি কলকাতার একজন নিবন্ধিত ব্যক্তি এবং গুয়াহাটিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে এই আদালতে রিট পিটিশন রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

যতক্ষণ না আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিচারাধীন থাকা বা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও প্রক্রিয়া শুরু না করার কারণে আইনের ধারা ৮৩ এর অধীনে অস্থায়ী সংযুক্তির অপ্রয়োজনীয় আদেশের বৈধতা এবং বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, আমি সংযুক্তভাবে ধারা ১ (২) , ধারা ৬ (১) , ধারা ৮৩ , ধারা ১২২ (১) এবং ধারা ১২২ (১ক) , প্রকরণ (i) , (ii) , (vii) এবং (ix) পড়ার বিষয়ে বিবেচনা করছি এবং এর অধীনে উপরে উল্লিখিত রায় , প্রাসঙ্গিক সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তি এবং তদন্তের সময় আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে পাওয়া উপাদানগুলি বিবেচনায় নিয়ে, সিজিএসটি গুয়াহাটি কর্তৃপক্ষের আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সাময়িকভাবে সংযুক্ত করার পদক্ষেপ এবং এই প্রভাবের জন্য অপ্রীতিকর আদেশটি অত্যন্ত আইনী, বৈধ এবং এখতিয়ারের মধ্যে এবং হস্তক্ষেপ করার দায়বদ্ধ নয় এই রিট আদালতের মাধ্যমে।

তদনুসারে এই রিট পিটিশনটি ২০২৩ সালের ডাব্লু.পি.এ. নং ১৯৪৬৩ হওয়ায় খারিজ করা হয়। খরচ হিসাবে আদেশ নেই।

এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

মোহাম্মদ
নিজামউদ্দিন

মোহাম্মাদ নিজামউদ্দীন
কর্তৃক ডিজিটালি স্বাক্ষরিত
তারিখ: ২০২৩.১২.২১
১৬:৩৪:০৭ + ০৫'৩০ '

(বিচারপতি, মোঃ নিজামুদ্দিন)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।